থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর
(জুন ১৬-১৮, ২০১৬)

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে একটি সরকারি সফরে জুন ১৬-১৮, ২০১৬ ভারত সফরে এলেন মহামান্য জেনারেল প্রায়ুত চান-ও-চা। ২৬ মে, ২০১৪ সালে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জেনারেল প্রায়ুত চান-ও-চা-এর এটাই প্রথম ভারত সফর। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল প্রায়ুতের সফরসঙ্গী হবেন তাঁর স্ত্রী, অ্যাসেসিয়েট প্রফেসর নারাপর্ন চান-ও-চা এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে রয়েছেন উপ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়িক নেতারা।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লি পৌছবেন ১৬ জুন, ২০১৬। সফররত মাননীয় ব্যক্তিরা ১৭ জুন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে অবেক্ষণ করবেন 'গার্ড অফ অর্নার' এবং মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্যদান করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ সাক্ষাৎ করবেন থাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

থাই প্রধানমন্ত্রী ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী সফররত প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করবেন। থাই প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করবেন উপ রাষ্ট্রপতি শ্রী এম হামিদ আনসারির সঙ্গে। ১৭ জুন ফিকি/ সিআইআই/ অ্যাসোচেম-এর আয়োজিত একটি বাণিজ্যিক ফোরামে থাই প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ১৭ জুন এই সফরকালে প্রথম ভারত-থাইল্যান্ডের মধ্যে যৌথ

বাণিজ্যিক ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে এবং তাঁরা বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের সুপারিশ করবেন। নয়াদিল্লির পর থাই প্রধানমন্ত্রী ১৮ জুন বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করবেন এবং তার পর থাইল্যান্ডের উদ্দেশে প্রস্থান করবেন।

আসিয়ানের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল থাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক। ভারতের 'পূবে তাকাও' নীতি থাইল্যান্ডের 'পশ্চিমে তাকাও' নীতির পরিপূরক, যা দুই দেশকে ঘনিষ্ঠ করেছে। উচ্চপর্যায়ের মজবুত দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদান এবং নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক প্রাতিষ্ঠানিক বৈঠক ভারত-থাইল্যান্ড সম্পর্কের একটা বড় প্রেরণা লাভ এবং নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। ভারত এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে মজবুত অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক অগ্রগতি এবং বিনিয়োগের বহুমুখীকরণের প্রোফাইল প্রতিফলিত হয় দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের উন্নয়ন এবং পরিপক্কতার ক্ষেত্রে। ভারত-থাইল্যান্ড সম্পর্কের মূলে রয়েছে ব্যাপক মানুষে-মানুষে যোগাযোগ। ২০১৫ সালে এক মিলিয়নের বেশি ভারতীয় পর্যটক থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং এক লাখের বেশি থাই পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করেন।

নয়াদিল্লি

জুন ১৬, ২০১৬